سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ

১৩-সূরা আর্ রা'দ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ৪৪ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۗ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ②

২। আলিফ লাম মীম্ রা। এইগুলি কামেল কিতাবের আয়াত এবং যাহা তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে, উহা পরিপূর্ণ সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ③

৩। আল্লাহ্ তিনি, যিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে আকাশসমূহকে (শূন্যে) উন্নীত করিয়াছেন যাহা তোমরা দেখিতেছ। অতঃপর, তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হইলেন। এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তোমাদের) সেবায় নিয়োজিত করিলেন, প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে) গতিশীল। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের পরিচালনা করেন (এবং) তিনি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সহিত মিলিত হওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ۗ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۗ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ④

৪। এবং তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বতসমূহ এবং প্রবহমান নদীসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং উহার মধ্যে প্রত্যেক প্রকার ফল দুইটি করিয়া জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা ঢাকিয়া দেন। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۖ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑤

৫। এবং ভূ-পৃষ্ঠে পরস্পর সংলগ্ন বহু (বিচিত্র) ভূ-খণ্ড আছে, এবং আঙ্গুরের বাগান সমূহও, আর আছে শস্য-ক্ষেত্র এবং এমন খর্জুরবৃক্ষ যাহার কতক একই মূল হইতে উদ্‌গত একাধিক বৃক্ষবিশেষ এবং পক্ষান্তরে কতক একমূল হইতে উদ্‌গত একই বৃক্ষ বিশেষ—(অথচ) উহাদিগকে একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত করা হয়, তথাপি ফলের দিক দিয়া আমরা কতককে অপর কতকগুলির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিই। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

৬। এবং যদি তুমি বিস্মিত হও, তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ বলা অধিক বিস্ময়কর যে, 'যখন আমরা মাটিতে পরিণত হইয়া যাইব, তখনও আমাদিগকে কি নূতন সৃষ্টিতে আসিতে হইবে ?' উহারাই তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করে, এবং ইহাদেরই গলদেশে থাকিবে শৃঙ্খল, এবং ইহারাই আগুনের অধিবাসী হইবে, তাহারা সেখানে বাস করিতে থাকিবে।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

৭। এবং তাহারা তোমার নিকটে কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণের কামনা করে, অথচ তাহাদের পূর্বে তাহাদের ন্যায় লোকদের উপর দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি আসিয়াছিল। এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু লোকদের প্রতি তাহাদের যুলুম সত্ত্বেও বড়ই ক্ষমাশীল, এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু কঠোর শাস্তিদাতা।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, তাহার প্রভুর নিকট হইতে কেন তাহার উপর কোন নিদর্শন নাযেল করা হয় নাই ?' অথচ তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য হেদায়াতদাতা আছে।

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝

৯। আল্লাহ জানেন যাহা প্রত্যেক নারী ধারণ করে এবং জরায়ুসমূহ যাহা অপরিণত গর্ভপাত করে এবং যাহা কিছু পরিবর্ধন করে, এবং তাঁহার নিকট প্রত্যেক বস্তুর এক পূর্ণ পরিমাপ আছে।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝

১০। তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জ্ঞাতা, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অতীব উচ্চ।

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

১১। তোমাদের মধ্যে যে কেহ কথা গোপন করে এবং যে কেহ উহা প্রকাশ করে (তাঁহার জ্ঞানে) উভয়ে সমান; এইরূপে সেও যে রাত্রি বেলায় আত্মগোপন করে এবং দিনের বেলায় (প্রকাশ্যে) বিচরণ করে।

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝

১২। তাহার (এই রসূলের) জন্য তাহার সম্মুখে এবং তাহার পশ্চাতে পর পর আগমনকারীগণের (ফিরিশতাগণের) এক জামায়াত আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাহার হিফাযত করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন করে। এবং যখন আল্লাহ্ কোন জাতিকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন উহা প্রতিরোধ করিবার কেহই নাই; বস্তুতঃ কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

১৩। তিনিই তোমাদিগকে ভয় এবং আশার জন্য বিদ্যুৎ (চমক) দেখান এবং জল-পূর্ণ ভারী মেঘমালা উত্থিত করেন।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

১৪। এবং তাঁহার ভয়ে বজ্রধ্বনি এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাঁহার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে; এবং তিনিই বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন, তথাপি তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, অথচ তিনি শাস্তি দানে অতীব কঠোর।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿١٤﴾

১৫। প্রকৃত দোয়া শুধু তাঁহারই জন্য এবং তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাকে, উহারা তাহাদিগের ডাকে কোনই সাড়া দেয় না। বরং (তাহাদের অবস্থা) ঠিক ঐ ব্যক্তির মত যে নিজের দুই হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যেন পানি তাহার মুখে পৌঁছে, কিন্তু ইহা কখনও তাহার নিকট পৌঁছে না। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই হইয়া থাকে।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿١٥﴾ سجدة

সেজদা-২

১৬। এবং যাহারা আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে আছে, তাহারা এবং তাহাদের ছায়াসমূহ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে সেজদা করে।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

১৭। তুমি বল, 'আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক কে?' তুমি বল, 'আল্লাহ্'। (পুনরায় তাহাদিগকে) বল, 'তবুও কি তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া এমন সাহায্যকারীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ যাহারা নিজেদের জন্যও না কোন উপকারের ক্ষমতা রাখে এবং না অপকারের'? তুমি (আবার) বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হইতে পারে'? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হইতে পারে? অথবা তাহারা কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে এমন শরীক স্থির করিয়াছে যাহারা তাহার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করিয়াছে যাহার ফলে (তাঁহার ও অন্যদের) সৃষ্টি তাহাদের নিকট একাকার হইয়া গিয়াছে?' তুমি বল, 'আল্লাহই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক অদ্বিতীয়, মহা প্রতাপান্বিত।'

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ

১৮। তিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন যাহার ফলে উপত্যকাসমূহ স্ব স্ব পরিমাপ অনুযায়ী প্লাবিত হয়, অতঃপর প্লাবন উহার (উপরিভাগে) স্ফীত ফেনাসমূহ বহন করে। এবং তাহারা অলংকার অথবা তৈজসপত্র তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে যাহা আগুনে উত্তপ্ত করে উহা হইতেও উহার (প্লাবনের) অনুরূপ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾

এক প্রকার ফেনা (বাহির) হয়। এইরূপে আল্লাহ্ সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন । এখন ফেনার অবস্থা এই যে, উহা (নিক্ষিপ্ত হইয়া) ব্যর্থ হইয়া যায় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে উহা ভূ-পৃষ্ঠে স্থায়ী থাকে । এই ভাবে আল্লাহ্ দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করিয়া থাকেন ।

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

১৯ । যাহারা তাহাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় তাহাদের জন্য (চিরস্থায়ী) কল্যাণ রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, (তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যে,) ভূপৃষ্ঠের উপর যাহা কিছু আছে যদি সব তাহাদের হইত এবং উহার সঙ্গে উহার সমপরিমাণ আরও হইত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় (নিজদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য)সব কিছুই মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করিয়া দিত । ইহাদের জন্যই মন্দ হিসাব (অবধারিত)রহিয়াছে,এবং তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। বস্তুতঃ উহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল !

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٩﴾

২০ । যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতি তোমার প্রভুর তরফ হইতে যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে যে অন্ধ ? কেবল বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই উপদেশ গ্রহণ করে —

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿٢٠﴾

২১ । যাহারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না;

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

২২ । এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ককে সংযুক্ত রাখিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা যাহারা সংযুক্ত রাখে এবং যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে এবং মন্দ হিসাবের ভয় করে;

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২৩ । এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং যথাযথভাবে নামায কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে এবং পুণ্য দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে । ইহাদের জন্যই (শেষ) আবাসস্থলের (উত্তম) পরিণাম অবধারিত আছে—

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

২৪ । চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাহাতে তাহারা নিজেরাও প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পূর্বপুরুষ, পত্নী এবং বংশধরগণের মধ্য হইতে যাহারা সৎকর্মপরায়ণ হইবে তাহারাও । এবং ফিরিশ্‌তাগণ প্রত্যেক দ্বার দিয়া তাহাদের নিকট আগমন করিবে (এই বলিয়া),

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৫। তোমাদের উপর সালাম, কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করিয়াছ; অতএব দেখ! (তোমাদের জন্য শেষ) আবাসস্থলের কত উত্তম পরিণতি!

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র (সঙ্গে কৃত) প্রতিজ্ঞাকে উহা সুদৃঢ় করিবার পর ভঙ্গ করে এবং যে সম্বন্ধকে সংযুক্ত রাখিবার জন্য আল্লাহ্‌ আদেশ দিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য (আল্লাহ্‌র) অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য এক নিকৃষ্ট বাসস্থান রহিয়াছে।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

২৭। আল্লাহ্‌ যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক সমৃদ্ধ করেন এবং (যাহার জন্য চাহেন) সংকীর্ণ করেন। এবং তাহারা পার্থিব জীবনের উপরই উৎফুল্ল হয়, অথচ পার্থিব জীবন পরকালের মোকাবেলায় (সাময়িক) ভোগসামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তাহার প্রভুর তরফ হইতে তাহার উপর কোন নিদর্শন নাযেল হয় নাই কেন?' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন পথভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যে (তাঁহার প্রতি) পুনঃ পুনঃ অবনত হয় তিনি তাহাকে নিজের দিকে পথ প্রদর্শন করেন;

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

২৯। যাহারা ঈমান আনে এবং যাহাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে;

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٢٩﴾

৩০। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে— তাহাদের জন্য সুখ-শান্তি এবং প্রত্যাবর্তনের উত্তম স্থান নির্ধারিত আছে।'

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

৩১। এই ভাবে আমরা তোমাকে এমন এক জাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছি যাহার পূর্বে অনেক জাতি বিগত হইয়াছে, যেন তুমি তাহাদের নিকট উহা পাঠ করিয়া শুনাও যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি, কেননা তাহারা রহমানকে (অসীম-অযাচিত দাতা আল্লাহ্‌কে) অস্বীকার করে। তুমি বল, 'তিনিই আমার প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে আর কোন মা'বুদ নাই। তাঁহার উপরই আমি নির্ভর করি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।'

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ
الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا
اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى
النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا
صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى
يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾

৩২। যদি এমন কোন কুরআন হইত যাহা দ্বারা পর্বত সমূহকে পরিচালিত করা যাইত অথবা যাহা দ্বারা পৃথিবীকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করা যাইত, অথবা উহা দ্বারা মৃতদের সহিত কথা বলা যাইত (তবুও এই সকল লোক ঈমান আনিত না)। বরং (ঈমান আনার) বিষয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা কি জানিতে পারে নাই যে, যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি সকল মানুষকে হেদায়াত দিতেন ? এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য সর্বদা তাহাদের উপর কোন না কোন ভয়ংকর আযাব আসিতে থাকিবে অথবা তাহাদের গৃহের নিকট আপতিত হইতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ
كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

৩৩। নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলগণের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, আমি কিছু কালের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম। অতঃপর আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম; সুতরাং দেখ! আমার শাস্তি কেমন (ভয়ংকর) ছিল।

اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ
شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوْهُمْ اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي
الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا
لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। তবে কি তিনি, যিনি প্রত্যেক আত্মার উপর যাহা সে অর্জন করে, উহার সম্বন্ধে পর্যবেক্ষক আছেন (তাহাদিগকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিবেন)? তবুও তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক স্থির করিয়া লইয়াছে। তুমি বল, 'তোমরা তাহাদের নাম উল্লেখ কর।' তোমরা কি তাঁহাকে পৃথিবীর এমন বিষয়ের সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন না, অথবা ইহা কি কেবল ফাঁকা বুলি ? এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের ছলনা সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথ হইতে বিরত রাখা হইয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তাহার জন্য কোন হেদায়াত-দাতা নাই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
اَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। তাহাদের জন্য এক আযাব (নির্ধারিত) আছে এই পার্থিব জীবনে এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব আরও কঠিনতর হইবে, এবং আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদের জন্য কোন রক্ষাকর্তা নাই।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

৩৬। মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—উহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, উহার ফল সমূহ চিরস্থায়ী এবং উহার ছায়াও। ইহা ঐ

وَعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

সকল লোকের পুরস্কার যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, এবং কাফেরদের পরিণাম হইবে আগুন ।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾

৩৭ । এবং যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, তাহারা তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহাতে আনন্দিত হয় । এবং এই (বিভিন্ন) দলগুলির মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা ইহার (কতক) অংশকে অস্বীকার করে । তুমি বল, 'আমাকে কেবল এই আদেশ প্রদান করা হইয়াছে যেন আমি একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি । তাঁহার দিকেই আমি আহ্বান করিতেছি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন ।'

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

৩৮ । এবং এইরূপে আমরা ইহাকে সুস্পষ্ট আদেশাকারে আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি । এবং তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পরও যদি তুমি তাহাদের মন্দ বাসনার অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহ্র মোকাবেলায় না তোমার কোন বন্ধু হইবে এবং না রক্ষাকারী ।

৫ [৬] ১১

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

৩৯ । এবং আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি প্রদান করিয়াছিলাম । এবং কোন রসূলের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না যে, সে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নিদর্শন আনে । প্রত্যেক মেয়াদের জন্য একটি নির্ধারিত বিধান আছে ।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾

৪০ । আল্লাহ্ যাহা চাহেন বিলুপ্ত করেন এবং (যাহা চাহেন) প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহারই নিকট সকল নির্ধারিত বিধানের মূল উৎস রহিয়াছে ।

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

৪১ । এবং আমরা তাহাদের সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যদি আমরা উহার কোন অংশ তোমাকে দেখাইয়া দিই অথবা যদি আমরা তোমাকে মৃত্যু দিই, সেই ক্ষেত্রে তোমার দায়িত্ব কেবল (বাণী) পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং আমাদের উপর দায়িত্ব হিসাব গ্রহণ করা ।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

৪২ । তাহারা কি দেখে না যে, আমরা ভূ-পৃষ্ঠকে উহার প্রান্তসমূহ হইতে সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ আদেশ দান করেন, কেহ তাঁহার আদেশকে বদলাইতে পারে না, এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর ।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও পরিকল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু সকল (কার্যকরী) পরিকল্পনা আল্লাহ্‌রই (আয়ত্বাধীন)। প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু অর্জন করিতেছে, তিনি তাহা অবহিত; এবং অচিরেই কাফেরগণ জানিতে পারিবে—পরকালের আবাসস্থলের (ভাল) পরিণাম কাহার জন্য।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۗ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿٤٣﴾

৪৪। যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বলে, 'তুমি রসূল নহ।' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট এবং সেই ব্যক্তিও যাহার নিকট এই কিতাবের জ্ঞান আছে।'